বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়াল খুশি

সিরিজ-৩

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়াল খুশি। ه و ي মূল অক্ষর থেকে ৫টি form এ গঠিত শব্দগুলো পবিত্র কোরআন মজীদে ৩৮ বার এসেছে। বাজে /অমূলক/এবং অন্যায় ইচ্ছা, খেয়ালখুশি প্রলুব্ধ করা(শয়তান কর্তৃক), বিপথে চালিত করা, কূপ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আর রূম

১) বরং যালিমরা না জেনে শুনে তাদের খেয়াল-খুশিরই অনুগামী হয়ে চলছে।

সুরা ৩০ আর রূম, আয়াতঃ ২৯

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ
اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

বস্তুতঃ সীমালঙ্ঘনকারীরা অজ্ঞানতাবশতঃ তাদের খেয়েল-খুশির অনুসরণ করে থাকে; সুতরাং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে তাকে সৎপথে পরিচালিত করবে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ</u>

২) [হযরত দাউদ(আঃ)-কে বলা হচ্ছে] আমি তোমাকে শাসক বানিয়েছি, সুতরাং তুমি জনগণের মাঝে সুবিচার করো। নিজস্ব চিন্তা-বাসনার অনুসরণ করো না।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ২৬

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ
الْحِسَابِ ﴿۲۶﴾

হে দাউদ(আঃ)!আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিবসকে ভূলে রয়েছে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আশ শুরা</u>

৩) [মুহাম্মদ(সঃ)-কে বলা হচ্ছে] লোকেরা যা চায় তা মেনে চলো না।

সুরা ৪২ আশ শুরা, আয়াতঃ ১৫

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ
اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ
رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۭ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۭ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ ۭ اَللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝١٥

সুতরাং তুমি ওর দিকে(সবাইকে) আহ্বান কর এবং এতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক। যেভাবে তুমি আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। বলঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ইনসাফ করতে। আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই, আল্লাহই আমাদের একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তারই নিকট।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরা আল জাসিয়া</u>

৪) [মুহাম্মদ(সঃ)-কে বলা হচ্ছে] অতএব তুমি কেবল এ শরীয়তকেই অনুসরণ করো, অজ্ঞদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।

সুরা ৪৫ আল জাসিয়া, আয়াতঃ ১৮

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۗءَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝١٨

এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ শরীয়তের উপর; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।

৫)তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখোনি, যে নিজের কামনা-বাসনাকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে।

সুরা ৪৫ আল জাসিয়া , আয়াতঃ ২৩

اَفَرَءَيۡتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلۡمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى

سَمۡعِهٖ وَ قَلۡبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنۡ يَّهۡدِيۡهِ مِنۡۢ بَعۡدِ

اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوۡنَ ﴿۲۳﴾

তুমি কি লক্ষ্য করেছো তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের মা’বুদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হেদায়েত করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুহাম্মাদ</u>

৬) যাদের কাছে নিজেদের মন্দ কর্মকান্ডকে মনে হয় চমৎকার এবং যারা দৌড়ায় নিজেদের কামনা-বাসনার পেছনে?

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১৪

اَفَمَنۡ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنۡ رَّبِّهٖ كَمَنۡ زُيِّنَ لَهٗ سُوۡٓءُ عَمَلِهٖ وَ اتَّبَعُوۡۤا

اَهۡوَآءَهُمۡ ﴿۱۴﴾

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের মন্দ আমলগুলো সুশোভীত যারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে?

৭) আসলে এরা সেইসব লোক, আল্লাহ যাদের অন্তর সীল মোহর করে দিয়েছেন এবং যারা নিজেদের কামনা-বাসনার পেছনে দৌড়ায়।

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১৬

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا
لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ
عَلٰي قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَاۗءَهُمْ ﴿١٦﴾

এবং তাদের মধ্যে কতক তোমার কথা শ্রবণ করে, অতঃপর তোমার নিকট হতে বের হয়ে যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলেঃ এইমাত্র সে কি বললো? তাদের অন্তরের উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাজম</u>

৮) সে [মুহাম্মাদ(সঃ)] নিজের খেয়াল খুশিমত কথা বলে না।

সুরা ৫৩ আন নাজম, আয়াতঃ ১,২,৩

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ﴿٢﴾
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۭ﴿٣﴾

১) শপথ তারকারাজির, যখন সেটা হয় অস্তমিত,

২)তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট নয়, বিভ্রান্তও নয়,

৩)এবং তিনি প্রবৃত্তি হতেও কথা বলেন না।

৯) তোমরা তো অনুমান ও কামনা-বাসনারই অনুসরণ কর।

সুরা ৫৩ আন নাজম, আয়াতঃ ২৩

إِنْ هِيَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا
مِن سُلْطَٰنٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ
جَآءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَىٰٓ ﴿٢٣﴾

এগুলো কতক নাম মাত্র, যা তোমার পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, এর সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি।তারা তো শুধু অনুমান এবং তাদের প্রবৃত্তি যা চায় তারই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের হিদায়েত এসেছে।

১০) এছাড়াও তিনি(আল্লাহ) ধ্বংস করে দিয়েছিলেন উলটে দেয়া জনপদকেও (লুতের জাতির শহরকে)

সুরা ৫৩ আন নাজম, আয়াতঃ ৫৩

وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾

উতপাটিত আবাস ভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন,

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কামার</u>

১১)তারা প্রত্যখ্যান করে সত্যকে এবং অনুগামী হয় খেয়াল-খুশির।

সুরা ৫৪ আল কামার, আয়াতঃ ৩

وَكَذَّبُوا۟ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

তারা মিথ্যারোপ করে এবং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, আর প্রত্যেকটি ব্যাপার নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাযিআত</u>

১২)আর যে তার প্রভুর সামনে দাড়াবার ভয়ে ভীত ছিলো এবং নিজেকে মন্দ কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিলো, অবশ্যই জান্নাত হবে তাদের আবাস।

সুরা ৭৯ আন নাযিআত আয়াতঃ ৪০, ৪১

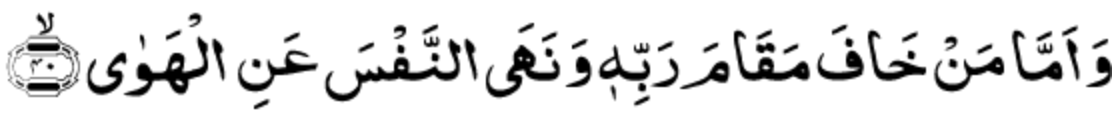

পক্ষান্তরে যে নিজ প্রতিপালকের সামনে দাড়ানোর ভয় রেখেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে,

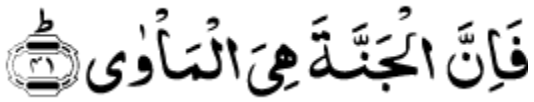

অবশ্য জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কারিয়া</u>

১৩)কিন্তু যার ভালো কাজের পাল্লা হবে হালকা, তার মা হবে হাবিয়া, তুমি কি জানো সেটা (হাবিয়া) কী? সেটা হলো জলন্ত আগুন।

সুরা ১০১ আল কারিয়া, আয়াতঃ ৮,৯,১০,১১

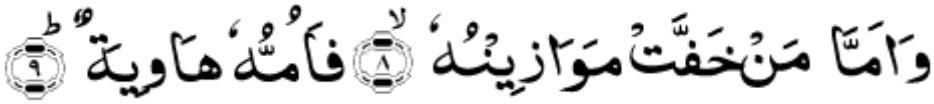

৮)কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে,

৯)তার স্থান হবে হাবিয়াহ্।

১০) হাবিয়াহ কি তুমি জান?

১১)(এটা) অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, শয়তানের মূর্তি বানিয়ে আজকাল পূজা করা হয় না। কিন্তু নিজেদের কূপ্রবৃত্তি, খারাপ আশা আকাঙক্ষা, বদ চিন্তা-ভাবনার কাছে নিজেকে সোপর্দ করার অর্থই হলো শয়তানকে অনুসরণ করা। এগুলোই আধুনিক কালের শিরক।এই শিরক থেকে তওবা করে ফিরে না আসলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে আমাদেরকে বিরত রাখুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....